ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উদ্যোগের প্রেক্ষিতে টিআইবি'র প্রস্তাবনা
সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ, ঐক্যমত ও প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা অপরিহার্য

ঢাকা ২২ ডিসেম্বর, ২০১১: নির্বাচন কমিশনের মেয়াদান্তে পরবর্তী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া ও সম্ভাব্য প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপস্থাপন করেছে।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণা এবং ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট প্রকাশিত 'সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ কমিশনে নিয়োগ প্রক্রিয়া: প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা' শীর্ষক কার্যপত্রের ভিত্তিতে প্রণীত সুপারিশ সম্বলিত একটি পলিসি ব্রিফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবরে গতকাল ২১ ডিসেম্বর ২০১১ এ টিআইবি পত্র মারফত প্রেরণ করে।

সুপারিশের মধ্যে রয়েছে ১. সরকারি ও বিরোধী দলের মনোনীত সমসংখ্যক সদস্য ও স্পীকার সহ ৫-৭ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন যার দায়িত্ব হবে একটি অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্ভাব্য নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন; ২. নির্দলীয়, প্রাজ্ঞ, নিরপেক্ষ, ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অভিযোগের ঊর্দ্ধে ৫-৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই অনুসন্ধান কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করে গণমাধ্যমে প্রকাশ করবে; ৩. বিশেষ সংসদীয় কমিটি প্রার্থীদের সম্পর্কে গণশুনানি বা পাবলিক হিয়ারিং এর ব্যবস্থা করবে; ৪. গণশুনানি ও কমিটির নিজস্ব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বিশেষ সংসদীয় কমিটি একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা গণমাধ্যমে প্রকাশসহ রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করবে; ৫. রাষ্ট্রপতি সরকার প্রধান বা অন্য কারো সাথে পরামর্শ ব্যাতিরেকে উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারদের নিয়োগ দিবেন।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা একদিকে যেমন আইনি কাঠামো, তার যথাযথ প্রয়োগ এবং তা নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে এর গ্রহণযোগ্যতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাস্তব অবদানের সম্ভাবনা নির্ভর করে কমিশনের কর্ণধারদের পেশাগত যোগ্যতা, উৎকর্ষ, নিরপেক্ষতা এবং দলীয় রাজনৈতিক ও সরকারি প্রভাব এবং কারো প্রতি ভয় বা করুণার ঊর্ধ্বে থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের সামর্থের ওপর। সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগের মাধ্যমেই নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।" তিনি আরো বলেন নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশনের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সুপারিশমালায় প্রার্থীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একই সাথে উচ্চ নৈতিকতা, সততা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার জন্য পরিচিত প্রার্থীর প্রাধান্য দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ পলিসি ব্রিফটি টিআইবি'র ওয়েবসাইট www.ti-bangladesh.org এ পাওয়া যাবে।

গণমাধ্যম যোগাযোগঃ

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক
আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ই-মেইলঃ rezwan@ti-bangladesh.org
ফোনঃ ০১৭১৩০৬৫০১২